দায়ে পড়ে দার-গ্রহ।

প্রহসন

(মোলিয়ের-কৃত "মারিয়াজ ফোর্সে" অবলম্বনে)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা

২০নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৯।

মূল্য ॥০

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

জগমোহন	...	রামকান্ত বাবুর জামাতা
সতীশ	...	জগমোহনের বন্ধু
রামকান্ত বাবু	...	জগমোহনের শ্বশুর
তুলসীদাস	...	রামকান্ত বাবুর পুত্র
ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ	...	দুই জন টোলো পণ্ডিত

স্ত্রীবর্গ।

কমলমণি	...	রামকান্তবাবুর কন্যা

দুইজন বেদিনী।

দায়ে পড়ে দার-গ্রহ।

প্রহসন।

দৃশ্য।—জগমোহনের বাটী।

জগমোহন। (বাড়ীর লোকদিগের প্রতি) আমি এখন বাহিরে যাচ্ছি, এখনি ফিরে আসব! দেখ, তোমরা বাড়ীর উপর নজর রেখো—যেখানকার যা' সব যেন ঠিক্‌ঠাক্‌ থাকে। যদি কেউ আমার এখানে টাকা দিতে আসে, সতীশ বাবুর কাছে যেন শীঘ্র লোক পাঠান হয়—আমি সেই খানেই থাক্‌ব; আর যদি কেউ টাকা নিতে আসে, তাকে যেন বলা হয়, আমি বাহিরে গেছি, আজ আর ফিরব না।

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

সতীশ। (জগমোহনের শেষ কথা শুনিতে পাইয়া) বাঃ! চাকরদের তো বেশ হুকুম দেওয়া হল!

জগ। সতীশ, তুমি ঠিক্ সময়ে এসেছ ভাই; আমি এই মাত্র তোমার বাড়ি যাচ্ছিলেম।

সতীশ। কি জন্য বল দিকি?

জগ। একটা কথা তোমাকে বল্‌বার জন্য; একটা কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ করতে হবে।

সতীশ। তা বেশ তো, তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল—তা, এই খানেই সেই সব কথা হোক্ না।

জগ। তুমি তবে বোসো। একটা গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব আমার কাছে এসেচে, সে বিষয়ে তোমার মতামত কি, আমি জান্‌তে চাই। কেননা, আমি বন্ধুদের না জিজ্ঞাসা করে' কোন কাজ করি নে।

সতীশ। তুমি আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করচ, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা, কথাটা কি বল দিকি, সে বিষয়ে আমার যা মতামত, এখনি আমি বলচি।

জগ। আগু থাক্‌তেই তোমাকে কিন্তু একটা কথা বলে' রাখি—দেখ, আমার মন যুগিয়ে কোন কথা বোল না— তোমার যা মত তা পষ্টাপষ্টি আমাকে বল্‌বে।

সতীশ। তা অবিশ্যি বল্‌ব।

জগ। বন্ধু হয়ে মন খুলে কথা না বলাটা বড়ই দোষের বিষয়।

সতীশ। তার সন্দেহ কি।

জগ। কিন্তু এই কলি-যুগে সে রকম বন্ধু মেলাও ভার।

সতীশ। সে কথাও ঠিক্।

জগ। আচ্ছা সতীশ, তুমি তবে মন খুলে আমার কাছে তোমার মতামত বল্‌বে ?

সতীশ। হাঁ, নিশ্চই বল্‌ব।

জগ। আমার মথার দিব্যি যদি না বল।

সতী। দিব্যি আবার কি ?—আমি বলচি, মন খুলে বল্‌ব। এখন ব্যাপারটা কি, বল দিকি।

জগ। আমি তোমার পরামর্শ জান্‌তে চাই, আমার পক্ষে বিবাহ করাটা ভাল কি না।

সতীশ। কি ?—তুমি ?—তুমি বিবাহ করবে ?

জগ। হাঁ গো, আমিই বিবাহ করব। এই বিষয়ে তোমার মতটা কি বল দিকি ?

সতীশ। কিন্তু আগেই একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

জগ। কি কথা ?

সতী। তোমার এখন বয়স কত হবে ?

জগ। আমার ?

সতীশ। তোমার না তো আবার কার?

জগ। তা তো ভাই আমি জানিনে—তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আমার শরীর এখনও দিব্যি আছে।

সতীশ। কি?—তোমার বয়স কত হল তা তুমি জান না?

জগ। না দাদা, আমি তা জানিনে; তুমিও যেমন, বয়সের কথা কে ভাবে?

সতীশ। আচ্ছা একটু মনে করে' বল দিকি, কত দিন হল তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়?

জগ। আরে তখন তো আমার বয়স ২০ বৎসর।

সতীশ। কাশীতে আমরা কত দিন ছিলেম?

জগ। ৮ বৎসর।

সতী। কতদিন লাহোরে বাস করেছিলেম বল দিকি?

জগ। ৭ বৎসর।

সতীশ। তার পর ফরাসডাঙ্গায়?—যখন তুমি সেখানে পালিয়ে গিয়ে ছিলে।

জগ। পাঁচ বৎসর।

সতীশ। আর, কত দিন কালাপানি-পারে?

জগ। আরে, সে তো ১৪ বৎসর বৈতো নয়।

সতীশ। আচ্ছা সে যাক, কতদিন হল তুমি এখানে ফিরে এসেছ বল দিকি ?

জগ। আমি ফিরে এসেছি বায়ান্ন সালে!

সতী। বায়ান্ন সাল—আর এটা হল ৬৪ সাল—এই তো হচ্চে ১২ বৎসর। চন্দন নগরে ৫ বৎসর—এই হল ১৭; লাহোরে ৭ বৎসর—এই হল ২৪; ৮ বৎসর আমাদের কাশিতে বাস—এই হল ৩২; আর আমার সঙ্গে প্রথমে যখন তোমার আলাপ পরিচয় হয়, তখন তোমার বয়স ছিল ২০ বৎসর—এইতো সব শুদ্ধ ৫০ বৎসর হচ্চে! আর কালাপানির কথা ধরলে তো আরও ১৪ বৎসর হয়—এই তো হ'ল ৬৪। তবে জগমোহন দাদা তোমার কথাতেই তো দেখা যাচ্চে, তোমার বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর হয়েছে।

জগ। কি!—৬০।৬৫ বৎসর আমার বয়স?—তা হতেই পারে না—অসম্ভব।

সতী। আমার হিসেবটা কিন্তু ঠিক্—তাতে এক কড়াও ভুল নই। এখন, এ বিষয়ে আমার যা মত তা তোমাকে তবে পষ্টাপষ্টি বলি; আর তুমিও তো আমাকে মন খুলে বল্‌তে অনুরোধ করেছ। এখন তবে প্রকৃত বন্ধুর মতই তোমাকে পরামর্শটা দিতে হচ্চে। দেখ, বিবাহ করাটা এ বয়সে কিছুতেই তোমার উচিত নয়। আর, বিবাহটাও তো

বড় সোজা জিনিস্ নয়; বিবাহ করবার পূর্ব্বে যুবাদেরও যখন সাত-পাঁচ ভাব্‌তে হয়, তখন তোমার মত' বয়-সের লোকের তো কথাই নেই। দেখ, ও কথা তোমার একেবারে মনে আনাই উচিত নয়। একে তো লোকে বলে, বিবাহ করাটাই একটা মস্ত পাগলামি; তারপর, যে বয়সে আমাদের একটু বিজ্ঞ হবার কথা, সেই বয়সে যদি আবার বিবাহ করা যায়, তার চেয়ে পাগ্‌লামি আর কি হ'তে পারে? এই তো আমার মতামত তোমার কাছে পষ্টাপষ্টি বল্লেম। দেখ দাদা, বিবাহের কথা এখন মনেও এনো না। এখন বিবাহ করলে লোকে কেবল হাস্‌বে। এতদিন তো বেশ এক-রকম খোলসা ভাবে কাটিয়ে এসেছ —এতদিনের পর, এই বয়সে বিবাহের বেড়ি পায়ে পরতে হঠাৎ তোমার সাধ হ'ল কেন বল দিকি?

জগ। ভায়া, তোমার ও-সব উপদেশ এখন রেখে দেও; আমি তোমাকে বল্‌চি, আমি বিবাহ করবই। যাকে আমার প্রাণ চাচ্চে তাকে বিবাহ করলে যদি লোকে হাসে—হাসুক। আমি সে জন্যে পিছপাও হতে পারিনে।

সতীশ। আরে সে আলাদা কথা—এ কথা তুমি আগে আমাকে বলনি কেন? ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—এত দিন কেন বিবাহ করনি দাদা?

জগ। আরে তুমি তো ভারি বোকা দেখ্‌চি হে। আমি কখন্ বিবাহ করি বল দিকি?—আমার সময় কৈ? —সময় কৈ? আমি তো জন্মাবধি তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়াচ্চি—কাশী থেকে আণ্ডামান পর্য্যন্ত কোন্ তীর্থটা আমার বাকি আছে বল দিকি?

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ! সে কথা সত্যি, তা ধরতে গেলে তোমার মত সাধু পুরুষ আর ভূভারতে নেই!

জগ দেখ ভাই, এত দিনের পর আমি একটু গা-ঝাড়া দিয়ে, গুছিয়ে বসেচি। এইবার মনে করচি, বিয়ে-থাওয়া করে' একটু আয়েশ কর্‌ব। তাই একজন ঘটক লাগিয়েছিলেম; ঘটকও একটি মেয়ের সন্ধান দিয়েচে—তার ফোটোও আমি দেখেচি, মেয়েটি দিব্যি!

সতীশ। পছন্দ হয়েছে?

জগ। খুব পছন্দ হয়েচে, আর তার বাপের সঙ্গেও কথাবাত্রা সব ঠিক্ হয়ে গেছে।

সতীশ। তার বাপের সঙ্গেও কথা ঠিক্ হ'যে গেছে?

জগ। আর, বিবাহটাও আজ রাত্রে হবে, আমি তাদের কথা দিয়েছি।

সতীশ। তবে আর এ বিষয়ে মতামতই বা কি? পরামর্শই বা কি?

জগ। তা বটে, এখন অমত করলেই বা কি হবে? ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কি এখন আর পিছতে পারি? আর দেখ. কত বয়স হল তা দেখবার দরকার কি? আসল অবস্থাটা একবার বিবেচনা করে' দেখ না। একজন ৩০ বৎসর বয়সের লোককে দেখ, আর আমাকে দেখ, কে দেখতে বেশী মজবুৎ বল দিকি? রাস্তায় চলবার সময় আমাকে কি কেউ কখন গাড়ি পাল্‌কিতে চড়তে দেখেছে? আমার দাঁতগুল দেখ দিকি, এখনো আমি লোহার কড়াই চিবিয়ে খেতে পারি; শুধু খাওয়া নয়, খেয়ে হজম কর্‌তে পারি, তা তুমি জান? (কাশিতে কাশিতে থক্ থক্ থক্) এখন এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি শুনি।

সতীশ। তোমার কথাই ঠিক—আমারই বোঝবার ভুল হয়েছিল, তোমার পক্ষে বিবাহ করাটাই উচিত।

জগ। দেখ, পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার কোন ঝোঁক্ ছিল না—কিন্তু এখন কতকগুলি কারণ ঘটেচে যাতে আমার পক্ষে এখন বিবাহ করাটাই উচিত বলে' মনে হচ্চে। তা ছাড়া বিবেচনা করে' দেখ, একটী ভাল স্ত্রীকে বিবাহ করায় কত সুখ! সে আমাকে কত আদর করবে, যত্ন করবে, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। এই সুখের কথা ছাড়া, আরো একটা কারণ আছে। আমি যদি এখন

অবিবাহিত থাকি, তা হলে আমার যে এমন উচ্চ বংশ তা একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে। দেখ, বিবাহ করে' সন্তান হলে আমারই যেন আবার পুনর্জন্ম হবে; আমা হতে কতকগুলি জীবের উৎপত্তি হয়েচে দেখে আমার কত আনন্দ হবে! তারা ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে' খেলিয়ে বেড়াবে; আমি যখন বাড়ি আসব, বাবা বাবা বলে' আমার কাছে দৌড়ে আস্‌বে; আর আধ আধ করে' কত কথাই বলবে;—এর চেয়ে আর সুখ কি আছে বল দিকি? দেখ ভায়া, আমার মনে হচ্চে, এখনি যেন আমি ছেলের বাপ হয়ে' পড়েচি, আর যেন কতকগুল কাচ্চা-বাচ্চা আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে!

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক্ বলেছ দাদা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্চি তুমি শীঘ্র বিবাহ কর।

জগ। এ বেশ কথা,—তবে তোমারও এতে মত আছে?

সতীশ। এতে আমার খুবই মত আছে।

জগ। দেখ, তোমার কথা শুনে ভাই আমি ভারি খুসি হলেম—তুমিই আমাকে প্রকৃত বন্ধুর মত পরামর্শ দিয়েছ।

সতীশ। আচ্ছা সে মেয়েটি কে বল দিকি?

জগ। তার নাম কমলমণি।

সতীশ। সেই ও-পাড়ার কমলমণি?

জগ। হাঁ, সেই।

সতীশ। রামকান্ত বাবুর মেয়ে কমলমণি?

জগ। হাঁ, সেই!

সতীশ। তুলসিদাসের বোন্ কমলমণি?—যে তুলসি-দাসের সার্কাসের দল আছে?—

জগ। সার্কাসের দল?—তা হতে পারে, আশ্চর্য্য কি?

সতীশ। যে তুলসীদাস ঘোড়া ব্রেক্ করে?

জগ। ঘোড়া ব্রেক করে?—তা হোক্, তারা মস্ত কুলীন!

সতীশ। ও! তবে বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ, বেশ, তোফা!

জগ। রোসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই (ফোটো আনিয়া প্রদর্শন) পাত্রীটি কেমন মনে হয়?—আমার কেমন পছন্দ বল দিকি?

সতীশ। (স্বগত) দশ বছরের মেয়েকে, এই ফোটোতে দেখাচ্চে যেন ত্রিশ বছরের মাগী! (প্রকাশ্যে) বাঃ! পাত্রীটি দিব্যি! আর কথা নেই, পত্রপাঠ বিয়ে করে' ফ্যালো দাদা।

জগ। আমার পছন্দটা কি ভাল হয় নি?

সতী। খুব ভাল হয়েচে—তা আর বল্‌তে। আর দেরি না—শুভস্য শীঘ্রং বুঝলে কি না—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)। (স্বগত) বিয়ে তো করবেই, আমি ফাঁক্‌তালে এই সময় দাদার মাথায় কিঞ্চিৎ হাত বুলিয়ে নিইনে কেন। (প্রকাশ্যে) দেখ দাদা, এইবার কিছু গহনা-পত্র গড়াতে দেও, কাপড়-চোপড় তৈরি করাও। বয়সটা কত হয়েচে এখন তো জান্‌তে পেরেচ—এখন সেই বুঝে কাজ কর; বুঝ্‌লে দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ! আবার আজকাল কত রকম নূতন ফ্যাশান উঠেচে—"আমায় ভুলোনা"-বোরোচ্‌—ডানা-তোলা-জ্যাকেট্‌—আরও কত কি। মন যোগাতে হলে এসব দেওয়া চাই—বুঝ্‌লে দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ!

জগ। তা কি আর বুঝিনে—বুঝেচি বৈকি। তা ওতে কত পড়বে বল দিকি?—আমি তো ভাই, আজ কালের ফ্যাশান-ট্যাশান বুঝিনে—দেখ ভায়া, তোমার উপরেই সমস্ত ভার, যা লাগে তুমিই সব খরিদ পত্র করে দিও। তুমি যে এই কথা বল্লে, তাতে আমি যে কত খুসি হলেম তা বল্‌তে পারি না।—ভায়া, আজ রাত্রে বিবাহে উপস্থিত থেকো— দেখো ভুল না।

সতীশ। হাঁ আমি নিশ্চয়ই আস্‌ব।—তোমার বিবাহে আমি আস্‌ব না?—বল কি? (স্বগত) রামকান্ত বাবুর

কন্যা—যার বয়স ১০ বৎসর বই নয়—সেই কমলমণির সঙ্গে ৬৫ বৎসর বয়স্ক জগমোহনের বিবাহ? বাঃ! চমৎকার বিবাহ, বলিহারি যাই! যাক্, ফাঁকতালে আমার তো কিছু লাভ হয়ে যাবে! (প্রকাশ্যে) জগমোহন দাদা, আমি তবে এখন আসি।

জগ। দেখো ভায়া, ভুলো না। বিবাহের সময় আস্‌তেই চাও।

সতীশ। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! এ বিবাহে আমি আবার আস্‌ব না?—বল কি। ভাল কথা, গহনা কাপড় খরিদের টাকাটা কি এখন দেবে?

জগ। কত চাই?

সতীশ। এই এখন হাজার খানেক দিলেই হবে।

জগ। হাজার টাকা?—এই নেও (নোট বাহির করিয়া প্রদান) টাকা নিয়ে তো আর আমি স্বর্গে যাব না।

সতীশ। না দাদা, সে দিকে যাবার বড় একটা সম্ভাবনাও নেই। আমাদের ঠিক্ তার উল্টো দিকেই বোধ হচ্চে যেতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

(সতীশ বাবুর প্রস্থান)

জগ। এই বিবাহে নিশ্চয়ই আমি সুখী হব—যে শুনচে তারই যেন আনন্দ আর ধরচে না, একটু না হেসে আর

থাক্‌তে পারচে না। আহা! সেই কমলমণি আমার হবে—একমাত্র আমারি হবে। তার সেই জল-জ্বলে পিট্‌-পিটে চোখ দুটি আমার হবে, তার সেই থ্যাবড়া-থোব্‌ড়া নাকটি আমার হবে, তার সেই ফুলো-ফুলো ঠোঁট দুটি আমার হবে, তার সেই জিলিপি-পাকানো কান দুটি আমার হবে! আমি তাকে আদর করতে পাব, যে রকম ইচ্ছে গালাগালি দিতে পারব; আমি তাকে হৃদয়রত্ন বল্‌তে পারব, প্রাণেশ্বরী বল্‌তে পারব; তাকে আমি প্যাঁচামুখী বল্‌তে পারব, বাঁদরমুখী বল্‌তে পারব; আর তাতে আমাকে কেউ নিন্দেও করতে পারবে না—এইবার আমার চুড়োন্তো সুখের সময় উপস্থিত! আরও তার কি কি গুণ আছে, লোকের কাছে একটু সন্ধান নিইগে যাই। (যাইতে যাইতে গান)

সোহিনী—দাদ্‌রা।

একা একা এতদিন কেটে গেল,
এখন দুখের নিশা প্রভাত হল!
আর না জ্বালা স'ব, দুজনে এক হব,
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল!
তাহারি মুখ চেয়ে, যামিনী যাবে বয়ে,
নিবাব তারি প্রেমে হৃদি-অনল॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

দ্বীতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—জগমোহনের গৃহ।

জগ। একটা কথা শুনে বড় যে খট্‌কা লাগ্‌ল!—সে তার ভায়ের সার্কাশে নাকি ঘোড়ার উপর ডিগ্‌বাজী খ্যালে! এ রকম ঘোড়ায়-চড়া মেয়ের সঙ্গে কি বিয়ে করে' সুখ হবে?—শেষে সে আ'মার মাথায় চড়বে না তো?

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

জগ। এই যে ভায়া, তুমি ঠিক্ সময়েই এসেছ। টাকাটাতো খরচ হয়ে যাইনি?

সতীশ। কেন বল দিকি? আমি সমস্তই খরিদপত্র করেছি—সে হাজার টাকাটা তো গেছেই, আরও নিজের গাঁট থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে তবে বাকি জিনিস-গুল খরিদ করেচি।

জগ। এর মধ্যেই সমস্ত খরিদ করে ফেলেছ?—কি বিপদ! এত তাড়াতাড়ি করবার আবশ্যক ছিল কি?

সতীশ। আবশ্যক নেই? আজ রাত্রে তোমার

বিবাহ—বল কি ?—আবশ্যক নেই ? দাদা, তুমি এখন এই কথা বলচ ?—এই কিছু আগে এত অনুরাগ এত উৎসাহ দেখ্‌লেম—সে সব কোথায় গেল ?

জগ। দেখ, একটা সময় থেকে, এই বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে ভারি একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে। আর বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই এই বিষয়টা আর একটু ভাল করে তলিয়ে দেখতে হবে। তা ছাড়া, দুক্ষুর বেলা ঘুমতে ঘুমতে একটা স্বপ্ন দেখলেম—সে স্বপ্নটারও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। তুমি তো ভাই জান, শাস্ত্রে বলে, স্বপ্ন এক-রকম আর্শি-বিশেষ; পরে যা ঘটে, স্বপ্নে তার ছায়া আগু থাকতেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখ, আমি স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন একটা ঘোড়া-ব্রেক্-করবার গাড়িতে আমাকে যুড়ে দিয়েছে—আর একটা মেয়ে মানুষ চাবুক হাতে করে—

সতীশ। দাদা, আমার এখন একটু কাজ আছে, তোমার স্বপ্নের কথাটা আমি এখন শুন্‌তে পারচিনে; তা ছাড়া, স্বপ্নের ফলাফলের বিষয় আমি কিছু বুঝিনে; তোমার প্রতিবাসী যে দুইজন দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁরাই সেবিষয়ে বেশ ব্যবস্থা দিতে পারবেন। তাঁরা দুই ভিন্ন টোলের পণ্ডিত; তাঁদের উভয়েরি মতামত তুমি

অনায়াসেই জানতে পারবে। আমার যা মত তা তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেচি। এখন তবে আমি আসি।

(প্রস্থান)

জগ। (স্বগত) সতীশ বেশ কথা বলেছে। এই খট্‌কা সম্বন্ধে ঐ দুই পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে' দেখা যাক্।

(প্রস্থান)

দৃশ্য।—ন্যায়রত্নের টোল।

ন্যায়রত্ন ও জগমোহন।

ন্যায়। (কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে) তুমি অতি অশিষ্ট! তোমাকে পণ্ডিত-মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত।

জগ। এই যে! ঠিক্ সময়ে আপনাকে পাওয়া গেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণাম।

ন্যায়। (জগমোহনকে না দেখিয়া) আমি বিবিধ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করে' দিতে পারি—ন্যায়শাস্ত্র থেকে সিদ্ধ করতে পারি যে, তুই অতি মূর্খ—মূর্খতর—মূর্খতম—মূর্খাৎ মূর্খ—মূর্খেষু মূর্খ—যত প্রকার কারক ও বিভক্তি আছে সকলগুলিই তোতে প্রয়োগ হতে পারে!

জগ। (স্বগত) কারও উপরে পণ্ডিতটা ভয়ানক চ'টেচে দেখ্‌চি (প্রকাশ্যে) ও! ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায়। (এখনও জগমোহনকে না দেখিয়া) তুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিস্, অথচ তর্কশাস্ত্রের ক খ তুই জানিস্ নে।

জগ। (স্বগত) রাগের মাথায় আমাকে এখনও দেখ্‌তে পাচ্চে না। (প্রকাশ্যে) ও ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায়। (এখনও দেখিতে না পাইয়া) তর্কশাস্ত্রের সকল নিয়মানুসারেই এই যুক্তি নিন্দনীয়।

জগ। পণ্ডিতটাকে কে না জানি ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে।

ন্যায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে "প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্কনির্ণয়"।

জগ। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণাম!

ন্যায়। জয়স্তু!

জগ। আচ্ছা মশায়—

ন্যায়। (যে দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল পুনর্ব্বার সেই দিক্‌পানে গিয়া) তুই কি করিচিস্ তা কি তুই জানিস্ মূর্খ?—তোর যুক্তিতে "বাধিত হেত্বাভাস" দোষ ঘটেচে তা তুই জানিস্?

জগ। আমি আপনাকে একটা কথা—

ন্যায়। প্রতিজ্ঞা,হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পঞ্চাবয়বের কোন অবয়বই তোর কথার সঙ্গে মেলে না।

জগ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—

ন্যায়। তোর কথা আমি মান্‌ব ?—আমি শেষ পর্য্যন্ত আমার মত বজায় রাখ্‌ব।

জগ। এইবার তবে শুনুন—

ন্যায়। প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি শব্দ প্রভৃতি সকল প্রমাণের দ্বারাই আমার এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করতে পারি তা তুই জানিস ?

জগ। ও ন্যায়রত্ন মহাশয়! এত রুষ্ট হয়েছেন কেন ?

ন্যায়। রুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

জগ। তবু, ব্যাপারটা কি বলুন দিকি ?

ন্যায়। এক জন মূর্খ লোক আমাকে দিয়ে একটা কথা স্বীকার করিয়ে নিতে চায়—যা অতি ভয়ানক, অতি ভীষণ, অতি জঘন্য!

জগ। আচ্ছা, সে কথাটা কি বলুন দিকি।

ন্যায়। আরে বাপু—গেল—গেল—সব রসাতলে গেল!—এই কলিকালে আর কিছুই থাকে না। পৃথিবীটা পাপে একেবারে ডুবে যাচ্ছে—চারি দিকে ভয়ানক

যথেচ্ছার—যে যা খুসি তাই বল্‌চে। দেখুন, রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজপুরুষদের লজ্জায় মরে' যাওয়া উচিত যে তাঁরা এরূপ গর্হিৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দেন—কিছুমাত্র শাসন করেন না।

জগ। মহাশয়! বিষয়টা কি?

ন্যায়। আরে মহাশয়, সে দিন প্রকাশ্য সভায় একটা মূর্খ বল্‌চে কি না, "এই বঙ্গদেশে খুবই বক্তৃতার ধূম—কিন্তু ভিতরে বহ্নি নাই"! ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই—এর চেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কি আর কিছু হতে পারে?

জগ। সে কি রকম?

ন্যায়। ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় থাক্‌লেও ব্যাপ্যের আরোপ করে' ব্যাপকের অভাব প্রসঞ্জিত করাকেই তর্ক বলে; তার প্রয়োগ এইরূপ যথা:—"বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকিত না, কারণ বহ্নি মাত্রই ধূম-ব্যাপ্ত।" এমন সহজ কথা যা তুমি পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারচ, তা কিনা সে মূর্খটা বুঝ্‌তে পারে না? (যে দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আবার সেই দিকে গিয়া) আরে মূর্খ তুই বলিস্ কি না—যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি নাই?—ভগবান গৌতমের তর্কপরিচ্ছেদটা আর একবার উল্‌টে দেখ্‌গে যা।—মূর্খ কোথাকারে!

জগ। আমি মনে করেছিলেম, এই বার বুঝি রাগটা পড়ে গেছে। (ন্যায়রত্নের প্রতি) পণ্ডিত মশায়! অত ক্রুদ্ধ হবেন না।

ন্যায়। আমি ক্রুদ্ধ ?—হাঁ আমার ক্রোধের উৎপত্তি একটু হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা আমি অনুভব কর্‌চি নে!

জগ। ধূম বহ্নির কথা এখন রেখে দিন—আপনাকে একটা কথা আমার বল্‌বার আছে—আমি বল্‌ছিলেম কি—

ন্যায়। পাজি লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। অনুগ্রহ করে' আমার কথাটা একবার শুনুন —আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। একে বলে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা!

জগ। ভাল বিপদ!—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এই প্রকার কথা কেউ কখন বলে ?

জগ। তার ভুল হয়েছিল সন্দেহ নেই—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এইরূপ প্রতিজ্ঞা মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে দূষিত বলে আখ্যাত হয়েচে।

জগ। সে কথা সত্য—এখন আমি কি বল্‌চি শুনুন!

ন্যায়। কেন?—এ বিষয় তিনি স্পষ্টাক্ষরেই তো বলে গেছেন—

জগ। হাঁ হাঁ, আপনার কথাই ঠিক্। (যে দিক্ দিয়া ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিয়াছিল সেই দিকপানে গমন করিয়া) ওগো! তুমি অতি মূর্খ!—অতি নির্লজ্জ!—এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সঙ্গে তুমি কি না তর্ক করতে এসো। (ফিরিয়া ন্যায়রত্নের প্রতি) আমিও খুব শুনিয়ে দিয়েচি। আর কি? এইবার হয়েচে। এইবার আমার কথাটা শুনুন দিকি। আমার এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে, তাই আপনার কাছে ব্যবস্থা নিতে এসেছি। দেখুন আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছি। পাত্রীটি দেখ্‌তে সুশ্রী, গড়নও বেশ পরিপাটি, তার বাপেরও মত হয়েছে। তবে কিনা, বিবাহ করাটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত এখনো আমি ঠিক্ কর্‌তে পারচিনে। একটা স্বপ্ন দেখে আমার মনটা বড়ই বিচলিত হয়েচে। আপনি একজন মস্ত পণ্ডিত—তাই সেই স্বপ্নটার ফলাফল জান্‌তে আপনার নিকট এসেছি।

ন্যায়। ধূমের সদ্ভাব সত্ত্বেও তুই যদি বল্‌তে পারিস্ বহ্নি নাই, তা হলে তুই বল্ না কেন, আমার বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও আমি একটা আস্ত গর্দ্দভ!

জগ। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? সে যাক্, আমার

কথাটা অনুগ্রহ করে’ একবার শ্রবণ করুন—এক ঘণ্টা ধরে’ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করচি—আর আপনি তার একটা উত্তর দিলেন না?

ন্যায়। আমাকে মার্জ্জনা করবে। কোন উচিত কারণে, আমার মন ক্রোধের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল।

জগ। ও সব কথা এখন রেখে দিন—আমার কথাটা এইবার শুনুন।

ন্যায়। ভাল, তোমার এখানে আসবার প্রয়োজনটা কি শুনি।

জগ। কোন একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করতে চাই।

ন্যায়। কোন্ ভাষায়?

জগ। কোন্ ভাষায়?

ন্যায়। হাঁ।

জগ। বাঙ্গালীর ছেলে আবার কোন্ ভাষায় বলে?

ন্যায়। বলি, সংস্কৃত ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও কি?

জগ। না।

ন্যায়। প্রাকৃত?

জগ। না।

ন্যায়। মাগধী ?

জগ। না।

ন্যায়। মহারাষ্ট্রীয় ?

জগ। না।

ন্যায়। গৌড়ীয় ?

জগ। না—না—খাঁটি বাঙ্গলা—বাঙ্গলা—বাঙ্গালা।

ন্যায়। তবেই হল—তাকেই বলে গৌড়ীয়—আচ্ছা বেশ, বাঙ্গলা ভাষাতেই হোক্।

জগ। বেশ।

ন্যায়। আচ্ছা তবে, এই পাশে এসো। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় যারা বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কান্‌টা নির্দ্দিষ্ট—আর যারা ইতর ভাষায়—মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কাণ্‌টা নির্দ্দিষ্ট।

জগ। (স্বগতঃ) ভাল বিপদ! এই সব ম্যাচাংদের সামান্য একটা কথা বলাও দেখ্‌চি বৃষ-উচ্ছুগ্‌গের ব্যাপার!

ন্যায়। এখন তোমার জিজ্ঞাস্যটা কি, বল দিকি ?

জগ। একটা ছোট-খাট বিষয়ে আমার একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েচে—

ন্যায়। তা, বেশ—বেশ! ন্যায়শাস্ত্রে সংশয় তো

উপস্থিত হতেই পারে—বল, আমি এখনি তার ভঞ্জন কর্‌চি।

জগ। মাপ কর্‌বেন—তা নয়—আমি বল্‌ছিলেম কি—

ন্যায়। তুমি হয়তো জান্‌তে চাও, বহ্নিমান পর্ব্বত হতে ধূমের অনুমান, ও ধূমমান পর্ব্বত হতে বহ্নির অনুমান—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা প্রমাণসিদ্ধ—এই না?

জগ। ও সব কিছুই নয়।

ন্যায়। অথবা হয়তো জান্‌তে চাও, ন্যায়শাস্ত্রে নিগ্রহ-স্থান কোনগুলি—এই না?

জগ। না না—তা নয়।

ন্যায়। তবে বুঝি, কত প্রকার তর্ক আছে তাই জান্‌তে চাও?

জগ। না না সে সব কিছুই নয়—আমি বল্‌ছিলেম কি—

ন্যায়। পদার্থ কয় প্রকার—তাই?

জগ। না—না—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। ন্যায়ের কতকগুলি অবয়ব—তাই বুঝি?

জগ। না মশায়, তা নয়—আমি—

ন্যায়। হেত্বাভাস কয় প্রকার—তাই?

জগ। না না না—পাঁচ শোবার না!

ন্যায়। তা কি?—আমি তো কিছুই অনুমান ক'রে উঠ্‌তে পার্‌চি নে!

জগ। সেই কথাই তো আপনাকে আমি বল্‌তে যাচ্চি —আমার কথাটা না শুন্‌লে আপনি অনুমান কর্‌বেন কি করে'? ব্যাপারটা হচ্চে এই—আমি একটি সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েচি। এবং আমি তার বাপকেও এ বিষয় জানিয়েছি—তবে কি না আমার একটা খট্‌কা হয়েচে—

ন্যায়। (জগমোহনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) মনের চিন্তা প্রকাশ কর্‌বার জন্যই বাক্যের সৃষ্টি। যেমন আমাদের চিন্তাগুলি বাহ্য বস্তুর চিত্র, সেইরূপ আমাদের বাক্যও চিন্তার একরূপ চিত্র বল্লেও হয়। (জগমোহন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মাঝে মাঝে হাত দিয়া ন্যায়রত্নের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কথা বন্ধ করিতেছে এবং যেই হাত সরাইয়া লইতেছে, অমনি আবার ন্যায়রত্নের বকুনি আরম্ভ হইতেছে) কিন্তু অন্য চিত্রের সহিত এর প্রভেদ এই;—মূল-বস্তু হতে অন্য চিত্রগুলির পার্থক্য সর্ব্বত্রই জান্‌তে পারা যায়, কিন্তু বাক্যের মূল বস্তু বাক্যের মধ্যেই বদ্ধ থাকে; কেন না, বাক্য তো আর কিছুই নয়—বাহ্য চিহ্নের দ্বারা চিন্তাকে প্রকাশ করার নামই বাক্য। এ থেকে প্রতিপন্ন হচ্চে, যারা উত্তম-

রূপে চিন্তা কর্‌তে পারে, তারাই উত্তম বাক্যও প্রয়োগ কর্‌তে পারে। অতএব এখন তুমি বাক্যের দ্বারা তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকটিত কর; অন্যান্য সকল চিহ্ন অপেক্ষা বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা বোধগম্য তার সন্দেহ নাই।

জগ। (স্বগতঃ) পণ্ডিতটা জ্বালালে! কি বল্‌চে, আমি তো কিছুই বুঝতে পার্‌চি নে।

ন্যায়। হাঁ, "চিত্তস্য দর্পণো বাক্যং"। এই বাক্যরূপ দর্পণে, প্রত্যেকের অন্তরের নিগূঢ় কথা প্রতিবিম্বিত হয়। চিন্তা করা এবং বাক্য প্রয়োগ করা—এই উভয় প্রকার ক্ষমতাই যখন তোমার আছে, তখন তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকাশ করবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করায় তোমার আপত্তি কি বাপু?

জগ। তাই তো আমি কর্‌তে যাচ্চি—কিন্তু আপনি যে আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌চেন না।

ন্যায়। আমি শুন্‌চি—বল।

জগ। ভট্‌চার্য্যি মশায়! আমি এই কথা বল্‌চি যে—

ন্যায়। সংক্ষেপে বল, সংক্ষেপে বল।

জগ। শুনুন না—আমি সংক্ষেপেই বল্‌চি—

ন্যায়। দেখো বাবু, পৌনরুক্তি দোষ ও অনর্থক বহুভাষণ যেন না হয়।

জগ। মশায় আমি—

ন্যায়। সংক্ষেপে—সংক্ষেপে—

জগ। আমি আপনাকে—

ন্যায়। গৌড় চন্দ্রিমা ও বাক্যাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই—

জগ। (টিকি ধরিয়া কিল মারিতে উদ্যত।)

ন্যায়। আরে বাপু কর কি—কর কি—তুমি তো দেখ্‌চি ভারি কোপন-স্বভাব! কোথায় তুমি বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ কর্‌বে—না তুমি কি না ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত! সে দিন যে গণ্ডমূর্খটা বলেছিল, "ধূম আছে অথচ বহ্নি:নাই"—তার চেয়েও তুমি যে দেখ্‌চি আরও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য—আর, আমি এখনি প্রমাণ করে' দেব—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ করে' দেব যে—তুমি অতি অর্ব্বাচীন, অতি মূর্খ, অতি পাষণ্ড! আমার পরামর্শ প্রার্থনা কর্‌তে এসে কিনা আমাকে অপমান?—আমি কত বড় পণ্ডিত তা তুমি জানো?—আমাকে অপমান?

জগ। (স্বগতঃ) আঃ! পণ্ডিতটা বক্-বক্ ক'রে এতও বক্‌তে পারে!

ন্যায়। সাহিত্য বল—দর্শন বল—কোন্ বিষয়ে আমার পাণ্ডিত্য নেই বল দিকি?

জগ। (স্বগতঃ) এখনও ঐ কথা?—জ্বালালে দেখ্‌চি।

ন্যায়। বেদ—বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ—ব্যাকরণ—কাব্য সাহিত্য—অলঙ্কার—শ্রুতি-স্মৃতি দর্শন—ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক, বেদান্ত—মীমাংসা—কোন্‌টায় আমি কম বল তো বাপু? না, তোমার মত মূর্খের সঙ্গে আমি বাক্যালাপও করি নে। (প্রস্থান।)

জগ। আঃ এই ভট্‌চাযি্য ম্যাচাংদের সঙ্গে পারা ভার! অন্যের কথা আদপে শুন্‌বে না—আপনার কথাই সাত কাহন। সতীশ আর এক জন পণ্ডিতের কথা বলেছিল—দেখি সে যদি এই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা করে' দিতে পারে। (প্রস্থান।)

দৃশ্য—বেদান্তবাগীশের টোল।

.(জগমোহনের প্রবেশ।)

জগ। বেদান্তবাগীশ মশায়! কোন একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য আপনার কাছে আমি ব্যবস্থা নিতে এসেছি। (স্বগতঃ) যা হোক্, এ লোকটা তবু তো লোকের কথা কাণ পেতে শোনে!

বেদান্ত। দেখ বাবু! ও রকম ধরণের কথা বলাটা তুমি ত্যাগ কর। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে বলে, জগতের বাস্তবিক

কোন সত্তা নাই ; যা দেখি কিছুই সত্য নয়—সকলই মায়া—সে শুধু সত্যের অবভাস মাত্র—অতএব নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়। এই জন্য তোমার বলা উচিত হয় নি, "আমি এসেচি"—তোমার বলা উচিত ছিল "বোধ হয় আমি এসেছি ;" কেন না, আমরা আত্মাতে আমিত্বের অধ্যারোপ করি বৈ তো নয়।

জগ। বোধ হয় আমি এসেছি ?

বেদা। হাঁ।

জগ। যখন ঘটনাটা ঠিক্, তখন বোধ না হয়ে আর কি হতে পারে ?

বেদা। দেখ, ওটা ঘটনারূপ কারণের কার্য্য নয়। সত্য না হলেও তোমার নিকট সত্য বলে' প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র।

জগ। সে কি রকম ? আমি এসেছি এই কথাটা তবে সত্য নয় ?

বেদা। সত্য বলে' তোমার নিকট প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র—এই জন্য কিছুই নিশ্চিত ভাবে বলা উচিত নয়—সকল বিষয়েই সন্দেহ করা কর্ত্তব্য ; দেখ, অন্ধকারে রজ্জু দেখ্‌লে কার না সর্প বলে' ভ্রম হয় ?

জগ। কি ! আমি এখানে নেই ?—আর আপনি আমার সঙ্গে যে কথা কচ্চেন সেটাও সত্যি না ?

বেদা। তুমি যে ওখানে আছ, আর তোমার সঙ্গে আমি যে কথা কচ্চি, সেটা আমার নিকট প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র। আর, তত্ত্বতঃ আমিই বা কে?—তুমিই বা কে?

জগ। কি বিপদ! আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করচেন না কি? এই যে আমি এইখানে আছি—আর আপনি ঐখানে আছেন—এতে তো কোন "বোধ হয়" থাক্‌তে পারে না। দেখুন মশায়, ও সব সূক্ষ্ম দর্শন-শাস্ত্রের কথা এখন রেখে দিন—এখন আমার কথাটা শুনুন; আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়েছি এই কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছিলেম।

বেদা আমাকে জানাতে এসেছিলে?—আমি কে?

জগ। শুনুন, আমি এখন আপনাকে জানাচ্চি।

বেদা। তা হতে পারে।

জগ। দেখুন, পাত্রীটী বেশ রূপবতী।

বেদা। অসম্ভব নয়—ওরূপ তো প্রতীয়মান হয়েই থাকে!

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে উচিত না অনুচিত?

'বেদা। উচিতও হতে পারে, অনুচিতও হতে পারে:

জগ। (স্বগত) এ ম্যাচাংটা দেখ্‌চি আবার আর এক সুর ধরেচে! (প্রকাশ্যে) যে পাত্রীটীর কথা আপনাকে

বল্লেম তাকে বিবাহ করাটা আমার পক্ষে ভাল কি ?—এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করচি।

বেদা। তা, যে রকমের পাত্রী তার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে।

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে কি ভাল নয় ?

বেদা। হতেও পারে।

জগ। আপনাকে আমি অনুনয় করচি, উত্তরটা একটু সিধে ভাবে দেবেন।

বেদা। আমারও অভিপ্রায় তাই।

জগ। দেখুন, আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেচি—

বেদা। তা হতে পারে।

জগ। আমাকে যেন ঘোড়ার মত করে' গাড়িতে যুতেচে আর, একজন স্ত্রীলোক চাবুক হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছে।

বেদা। আশ্চর্য্য কি !

জগ। এ স্বপ্নটা কি ফল্‌বে ?—এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

বেদা। কিছুই অসম্ভব নয়।

জগ। আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন, তা হলে এ স্থলে কি করতেন ?

বেদা। জানি না।

জগ। আমাকে এখন কি পরামর্শ দেন ?

বেদা। তোমার যা অভিরুচি।

জগ। আমাকে আপনি দেখ্‌ছি ক্ষেপিয়ে তুল্‌বেন।

বেদা। দেখ বাপু, আমি এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করে’ বল্‌তে পারব না।

জগ। আ মোলো যা !

বেদা। দেখ বাপু, "আমি"-পদার্থটা কি—প্রথমে জানো, তার পরে অন্য কথা।

জগ। আ গ্যাল যা! রোসো, এইবার আমি তোমার সুর বদ্‌লাচ্চি। (টিকি ধরিয়া মুষ্টি প্রহার)

বেদা। আরে রাম—আরে রাম—আরে—

জগ। এইবার "আমি"-পদার্থটা কি, বুঝ্‌তে পেরেচেন তো ?

বেদা। এত বড় স্পর্দ্ধা ? আমাকে প্রহার ?—আমার মত দার্শনিক পণ্ডিতকে অপমান ?

জগ। ও রকম ধরণের কথাটা বলা আপনার মত পণ্ডিতের উচিত হয় না। আমিই বা কে ?—আপনিই বা কে ?—কে কাকে প্রহার করে ? আপনার বলা উচিত "বোধ হচ্চে যেন তুমি আমাকে প্রহার করচ"।

বেদা। আমি এখনি পুলিসে নালীশ করতে চল্লেম— আমাকে অপমান?

জগ। আমি কে?—আপনিই বা কে?

বেদা। আমার গায়ে প্রহারের দাগ আছে, আমি এখনি দেখিয়ে দেব।

জগ। হতে পারে।

বেদা। আমি নালীশ করব তুমি আমাকে প্রহার করেছ।

জগ। প্রহার আবার কি?—প্রহার বলে প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র।

বেদা। তুমি আদালতে নিশ্চই দণ্ডিত হবে।

জগ। আমি?—আমি আবার কে?

বেদা। আচ্ছা কেমন দণ্ডিত না হও আমি দেখ্‌চি। আমাকে প্রহার?—আমাকে অপমান?—আমি পুলিসে চল্লেম। (প্রস্থান)

জগ। পণ্ডিত দুটোর কাছ থেকে যদি একটা পষ্ট কথা বের করতে পারলেম!—এখন কি করা যায়? আমার বিয়ে করতে তো এখন আদপে ইচ্ছে নেই! কোন রকম করে' এখন কথাটা কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি! তবে, এরি মধ্যে কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। তা হোক্‌.

কিন্তু এর চেয়ে আরো কিছু খারাপ না হলে এখন বাঁচি। এখন এই হাঙ্গামটা থেকে কি করে' উদ্ধার হই? যাই, কনের বাপের সঙ্গে একবার দেখা করিগে, দেখি যদি বিয়েটা কোন রকম করে' ভাঙিয়ে দিতে পারি। বাড়ীর নম্বরটা বুঝি ১০৫। (প্রস্থান)

দৃশ্য।—রাজ-পথ।

গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে দুই জন বেদিনীর প্রবেশ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খাম্‌টা।

মোরা বেদিনী ললনা,
কত জানি তন্ত্র মন্ত্র কে করে গণনা!
মোদের ঔষধের গুণে, প্রবীণে সে হয় নবীনে,
বন্ধ্যা নারীর অল্প দিনে হয়গো ছানাপোনা!
চিনি মোরা রোগের গোড়া, ভাঙা মন দিই যোড়া,
কেউটেরেও করি ধোঁড়া,
—অসাধ্য সাধনা,—করি অসাধ্য সাধনা।
পতি যার বার-ফট্‌কা, করি তারে ঘরে আট্‌কা;
ঘোচাই মনের সব খট্‌কা
এমনি গুণপনা—মোদের এমনি গুণপনা!

জগ। এই যে দুজন বেদিনী এই দিকে আস্‌চে, কি গান গাচ্চে শোনা যাক্।—কি?—"ঘোচাই মনের সব খট্‌কা"? খট্‌কা ঘোচাতে পারে না কি?—রোস্‌ ওদের তবে এই দিকে একবার ডাকি ও গো বাছারা, এইদিকে একবার এসো তো।

১ বেদী। ও গো ডাক্‌চো কেন?—তোমার নাত্নীর জন্য বুঝি কিছু ওষুধ চাই?

জগ। আরে বাছা, আমার মূলে পত্নীই নেই তো নাত্নী।

১ বেদিনী। সে কি গো, গিন্নি মারা গেছে নাকি?

জগ। ওগো বাছা, আমার কোনও কালে গিন্নি ছিল না, হবে কি না তাও জানিনে, তবে কিনা, এইবার হব-হব হয়ে আস্‌ছিল,—এমন সময়ে আমার মনে একটা খটকা উপস্থিত হ'ল—সেইটে যদি তোমরা—

২ বেদিনী। ও দিদি, এ বুড়োটা দেখচি খেপে চে, চল্‌ আমরা এখান থেকে যাই, এখানে থেকে আর কি হবে?

১ বেদিনী। না গো না, তোমার খট্‌কা ঘোচানো আমাদের কর্ম্ম নয়। চল্‌ আমরা যাই। (গমনোদ্যত)

জগ। বলি, কথাটা শোনোই না।

১ বেদিনী। না গো না, আমরা আর দাঁড়াতে পাচ্চি নে, আমাদের বেলা যাচ্চে।

জগ। দোহাই তোমাদের, আমার এ খট্‌কাটা না ঘুচিয়ে তোমরা যেতে পাবে না।

(বাহু প্রসারিত করিয়া পথরোধ)

২ বেদিনী। আরে বুড় মিন্‌সে করে কি?— আমাদের পথ ছাড়।

জগ। বলি, তোমরা কেউটেকে ধেঁাড়া করতে পার, গাধা পিটে ঘোড়া করতে পার—অসাধ্য সাধন করতে পার, আর আমার এই সামান্য খট্‌কাটা ঘোচাতে পারবে না?

১ বেদি। ভাল এক পাগলের হাতে পড়্‌লুম যে গা!

জগ। না বাছা আমি পাগল-টাগল নই; আমার কথাটা একবার শোনো, তারপর যা বল্‌বার বোলো।

২ বেদি। ও দিদি! অত কথায় কাজ কি, ওরই কথা মত', গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেই দেও না। (চুব্‌ড়ি হইতে সম্মার্জ্জনী বাহির করিয়া প্রহার) পথ ছাড়ো বল্‌চি—

জগ। আরে আরে—বেটি করে কি—থাম্ থাম্—এই পথ ছাড়চি—না এদের দেখচি অসাধ্য কিছুই নেই। যাও বাছারা যাও—

১ বেদি। আমাদের সঙ্গে চালাকি?—ঐ হাতটা ধর্‌তো বোন্‌—আমি চাদরটা কেড়ে নি।

(চাদর ধরিয়া টানাটানি)

জগ। আরে আমার চাদর ছিঁড়ল—চাদর ছিঁড়ল—ছাড়্—ছাড়্—দোহাই তোদের, আমি বিয়ে কর্‌তে যাচ্চি—আমি ব-ব-ব-ব বর—লগ্ন বয়ে গেল, লগ্ন বয়ে গেল!—কি মুস্কিল!—(ঝুটোপাটি করিতে করিতে পতন এবং চাদর লইয়া হাসিতে হাসিতে বেদিনীদের পলায়ন।)

জগ। আঃ! আবার এইখানটা কাদায় এমন পিছল হয়েছে! (উঠিয়া গা ঝাড়িয়া) এ কাদার দাগ কি যায়? এখন ভদ্রলোকের বাড়ি যাই কি করে'?—তাতে আবার গায়ে চাদর নেই—আবার আজ রাত্রেই বিবাহ হবার কথা। একটু আগে গিয়ে বিয়েটা যাতে ভেঙে যায় তার চেষ্টা কর্‌তে হবে—এ বিষয়ে কনের বাপের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখ্‌তে হবে—এখন করি কি?—তা হোক্, এ আমার এক রকম শাপে বর হল। আমার এই রকম বেশ দেখ্‌লে বোধ হয় তারা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজিই হবে না। যাই, দেখা যাক্ কি হয়। ঐ বাড়িটা ১০৫ নম্বর না?—আমার অদৃষ্টে না জানি আরো কি আছে! ঝাঁটা তো হল—এখন বাকি আছে চাবুক।—যাই। (প্রস্থান)

(অন্যদিক হইতে গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে বেন্দিনীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খ্যামটা

হি হি হি হি হি হি কেমন মজা !
—কাদায় বুড়ো গড়াগড়ি !
বলে কিনা করবে বিয়ে
—তাই যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।
চাদর নিনু মোরা কেড়ে,
বর-সজ্জা হল বেড়ে,
ঘাড়্‌টি ধরে' দেবে তেড়ে
যখন যাবে বিয়ে-বাড়ি।
এমন বরে করবে বিয়ে
—না জানি সে কেমন মেয়ে !
ঘর করে যে ও'রে নিয়ে
—আমরি তার গলায় দড়ি !

(গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—রামকান্ত বাবুর বাড়ি।

(জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। একি ?—রামকান্ত বাবুর এইটে বৈঠকখানা নাকি ?—এ কি রকম আস্‌বাব ?—চাবুক—জিন—লাগাম চারিদিকে ঘোড়ার সাজ ঝুলচে! আঃ! ঘর্‌টায় এমন একটা বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ! রাম, রাম!—কোথায় এলেম ? ও রামকান্ত বাবু! রামকান্তবাবু!—কেউ যে উত্তর দেয় না —আচ্ছা এই দরজাটায় ঘা দিয়ে দেখি (রুদ্ধ কপাটে আঘাত)

(দ্বার খুলিয়া ছোট একটা চাবুক হাতে কমলমণির প্রবেশ।)

কমল। কে গা ?—তুমি সইস্ বুঝি ?

জগ। (স্বগতঃ) এ কি!—সেই চেহারা যে!—কিন্তু এ যে নেহাৎ বাচ্চা। ফোটা দেখেতো মনে হয় বয়স্থা মেয়ে—এ বোধ হয় তার ছোট বোন্-টোন্ হবে। মেয়েটার হাতে আবার চাবুক—আমার স্বপ্নটা ফল্‌বে না তো ? আমার যেরূপ বেশ তাতে সইশ ঠাওরাবে তাতে আর

আশ্চর্য্য কি! ছেলেবেলায় পড়েছিলেম, "ব্রাইড্‌গ্রূম" মানে কনের সইশ—তা, আপাততঃ আমি তো এক রকম সইশই বটে!

কম। উত্তর দিচ্চ না কেন?—বোকার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাদা আমার ঘোড়ার জন্য একটা নূতন সইস্ এনে দেবে বলেছিল, তুমি তো সেই সইস্?

জগ। হাঁ, আমি সইস্‌ই বটে! এখন তুমি বাড়ির কর্ত্তাকে একবার ডেকে দেও দিকি।

কম। দাদা আমাকেই পরখ্ করে দেখ্‌তে বলেচে। আচ্ছা, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ব, তুমি কি করে' আমাকে ঘোড়ার উপর তুলে দেবে বল দিকি?

জগ। এই তোমাকে কোলে করে' উঠিয়ে দেব।

কম। কোলে করে' ওঠাবে?—দূর বোকা! এই বুঝি জান? রোসো আমি তোমাকে শিখিয়ে দি। এইখানে হাঁটু গেড়ে বোসো। বোসো বল্‌চি, আমার কথা শুন্‌চ না?

জগ। হাঁটু গেড়ে বস্‌ব?

কম। হাঁ।

জগ। (স্বগত) দেখাই যাক্ না, মেয়েটা কি করে। (তথা করণ)

কম। কাঁধটা আর একটু নীচু করে' রাখো।

জগ। কাঁধ নীচু করব ? (তথা করণ)

কম। এই দেখ, ঘোড়ায় ওঠ্‌বার সময় কি করে' উঠ্‌তে হয়। (স্কন্ধে এক পা দিয়া)

জগ। আরে আরে, আমার ঘাড়ে চড়ে যে!

কম।—মাথাটা এই বার নীচু কর—এই বার মাথায় পা দেব।

জগ। কি ভয়ানক আবার মাথায় চড়বে ? (স্বগত) আরে গেল যা! এমন আহ্লাদে বেয়াড়া মেয়েও তো কখন দেখিনি। (প্রকাশ্যে) না না, আমার দ্বারা এ সব হবে না (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন কর্ত্তাকে একবার ডাকো দিকি।

কম। দূর বোকা! কোন কাজের সহিস্ না। আচ্ছা বল দিকি, ঘোড়া যখন আড়ি করে' দাঁড়ায়, তখন কি করে' তার আড়ি ভাঙাতে হয় ?

জগ। (হাসিয়া) কি করে ?

কম। দূর বোকা! তাও জান না?—এই আমি দেখিয়ে দিচ্চি ("গোষ্‌মল" নামক দুষ্ট অশ্ব দমনের কান-মলা-যন্ত্র আনিবার জন্য দেওয়ালের দিকে গমন)

জগ।—এতো ভারি ব্যাদ্‌ড়া মেয়ে দেখ্‌চি।—আবার কি করে দেখ!

কম। (দেওয়াল হইতে "গোব্‌মল্" খুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া) এই বার বোসো দিকি।

জগ। বস্‌ব?

কম। হাঁ।

জগ। (তথা করণ)

কম। এই দেখ, (গোব্-মলের রসি কানে বাধাইয়া দিয়া মোচড়)

জগ। আরে আরে, কান্ গেল, কান্ গল—এ যে ভয়ানক মেয়ে দেখ্‌চি! [নেপথ্যে।—ও পঁ,টু!—পঁটু! চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে কোথায় গেলি বাছা? এখনি বর আস্‌বে, এই বেলা সাজ গোজ করে নে]

কম। ওই, মা ডাক্‌চে যাই। দূর বোকা! দাদাকে বলিগে যাই, সইস্‌টা কোন কাজের নয়।

(সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দৌড়িয়া প্রস্থান।)

জগ। (মুখ বিকৃত করিয়া) উঃ! কি ব্যাদ্‌ড়া মেয়ে! —পিঠ্‌টা এমন জ্বল্‌চে!—কানের জ্বলুনিটাও এখনও থামিনি! কি সর্ব্বনাশ! এইমাত্র যে একটা কথা কানেএলো তাতে তো বোধ হচ্চে ঐ মেয়েটাই আমার হবু-গৃহিণী! —আরে রাম! আরে রাম! কি ঝক্‌মারিই করেছি! এই বার পালানো যাক্, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা নয়।

দরজাটা আবার কোন্ দিকে ? (অন্য এক দ্বার দিয়া প্রস্থান।)

রামকান্তের প্রবেশ।

রাম। (স্বগত) আঃ! তুলসিদাসটা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!—আমার ভদ্রাসন বাড়ীটাকে একেবারে যেন আস্তাবল করে' তুলেছে! চারি দিকেই জিন্, লাগাম চাবুক, খর্‌রা-বুরুস—একজন ভদ্রলোক এলে বল্‌বে কি ? আবার আমার মেয়েটাকে কিনা ঘোড়ায় চড়া শেখায়—আরে, তুই যা খুসি কর, মেয়েটাকে নিয়ে এ সব কেন ? মেয়েটার বিয়ে দেবার এত চেষ্টা করচি, ভাল বর কিছুতেই জুট্‌চে না—এই সব ব্যাপার যে একবার এসে দেখ্‌চে সেই ভাগ্‌চে। আর, লোকদেরই বা কি আক্কেল, ছেলেমানুষ ঘোড়ায় চড়ে খ্যালা করে—তাতে হয়েছে কি ? যাহোক্, এইবার একটা ফন্দি করেচি—শুধু ফোটো দেখিয়ে একটি পাত্রকে রাজি করিয়েছি। বরটি কুলীনের ছেলে; নিজের বিদ্যের জোরে কিছু পয়সাও করেছে; তবে কিনা বয়সটা একটু বেশী—তাতে কি এসে যায় ? তবে কিনা একটা বদ্‌নাম ছিল; তা, সেও লোকে এত দিনে ভুলে গেছে। আর, সে চোরও না, ছ্যাঁচোরও না। শুধু একটা বিদ্যের দরুণ একবার ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিল। আর

সে বিদ্যেটাও কি কম ? কি আরবি, কি ফার্সি, কি ইংরাজি, যে কোন হরফের—যে রকম হাতের লেখা দেওনা কেন, ঠিক্ অবিকল তার নকল করতে পারে, এমন কি, মাছিটি পর্য্যন্ত তুলে নেয় ! একি কম কথা ? আজ রাত্রে তো বিয়ে —এখন সে যে এলে হয়। না, এটা কিছুতেই ফস্‌কাতে দেওয়া হবে না। আমি সমস্ত যোগাড় করে রেখেছি, যেমন আস্‌বে অমনি নম-নম করে' তখনি কাজটা সেরে ফেল্‌তে হবে। আঃ! এই মেয়টার বিয়ে দিতে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীবাস কর্‌তে পারি। তুলসি দাস ওঁর ঘোড়া-টোড়া নিয়ে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন।

(ত্রস্তব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে
জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। (স্বগত) কি বিপদ ! এই দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে ঘোড়ার পালের মধ্যে দিয়ে পড়েছিলেম। বাবা ! কোন ঘোড়া চার পা তুলে লাফাচ্চে, কোনটা চিঁহি চিহিঁ ক'রে বিট্‌কেল রকমে চ্যাঁচাচ্চে, কোনটা দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আস্‌চে—কি ভয়ানক ! এমন জায়গাতেও ভদ্র লোকে আসে ?—এখন যে পালাতে পারলে বাঁচি। উঃ! আবার সেই মেয়েটা চাবুক হাতে করে এখানে আস্‌বে না তো ? জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ—এখন যাই কোথায় ?

ও কে? আমার সেই শ্বশুর মশায় যে!—যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয়! এখন এর হাত থেকে পালাই কি করে'?

রাম। এই যে বাবাজি, এসো এসো, তোমার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি। একি? এ রকম বেশ কেন? গায়ে চাদর নেই—কাপড়ে কাদা মাখা—হাঁপাচ্চ, ব্যাপারটা কি?

জগ (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বল্‌চি, সব বল্‌চি—

রাম। বাপু, বিবাহের তো আর দেরি নেই, চল বাড়ির ভিতরে চল। অত হাঁপাচ্চ কেন?—হয়েছে কি?

জগ। মশায় পথে আস্‌তে আস্‌তে কাদায় পা পিছলে একটা আছাড় খেলেছিলেম, সেই সময় একটা বদ্‌মায়েস এসে আমার গায়ের চাদরটা কেড়ে নিয়ে গেল—তাই বল্‌চি, বাড়ি গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে, আর একটা চাদর গায়ে দিয়ে এখনি আস্‌চি।

রাম। না বাপু, তাহলে লগ্ন বয়ে যাবে—এই খানেই কাপড়-চোপড় ছাড়—ওরে কে আছিস্?—দেখ বাপু, তুমি আমাদের পর ভেবো না, এ তোমারি আপনার ঘর মনে কোরো।

জগ। আমাকে মাপ করবেন, আমি—

রাম। তাতে লজ্জা কি? এইখানেই মুখ হাত ধোও, কাপড় চোপড় ছাড়, বিবাহের তো আর দেরি নেই।

জগ। আজ্ঞে আমি এখন সে জন্য এখানে আসিনি।

রাম। না বাপু এখন বাড়ি যাওয়া হতেই পারে না; সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে ঢের দেরি হয়ে যাবে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এখনি আস্‌বেন—লগ্ন প্রায় হয়ে এল।

জগ। আজ্ঞে আমি সে কথা বল্‌চি নে।

রাম। বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত, পুরোহিত উপস্থিত, বাজন্দাররা এসেছে—

জগ। আজ্ঞা, সে কথাই না—এ আর একটা কথা।

রাম। অন্য কথা পরে হবে—এখন চল বাপু, দালানে যাওয়া যাক্।

জগ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আপনাকে কিছু আমার—

রাম। আমাকে কিছু বল্‌বার আছে?

জগ। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। আচ্ছা, বল শুনি।

জগ। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য প্রার্থী হয়েছিলেম, সে কথা সত্য—আপনি মত দিয়েছিলেন সে কথাও সত্যি—আজ এই সময়ে আমার বিবাহ করবার

কথা ছিল সে কথাও সত্যি—কিন্তু আমার মনে হয় আপনার কন্যার পক্ষে আমার বয়সটা যেন একটু বেশি হয়েচে—আপনার তা কি মনে হয় না?

রাম। আচ্ছা, তোমার বয়স কত হল বল দিকি বাপু?

জগ। আজ্ঞা, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে ৬০।৬৫ হবে।

রাম। ৬০।৬৫—এই বই নয়? তবে তো সেদিনকার শিশু বল্লেই হয়—একেবারে অপগণ্ড বালক! ৬০।৬৫ আবার বয়স? আমরা তো ও বয়সে হামাগুড়ি দিয়েছি।

জগ।—(স্বগত) এ বড় সহজ লোক নয় দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) মশায়, তবে আসল কথাটা বলি—লজ্জায় তখন বল্‌তে পারি নি—আমার একটা মাথার ব্যামো আছে, সেটা যখন চেগে ওঠে, তখন আমি গায়ের কাপড় ফেলে দি—সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখি—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই!

রাম। ও কিছু নয়; বিয়ে না হলে ও রকম সকলেরই হয়ে থাকে—বিয়ে করলেই সব সেরে যাবে।

জগ। মশায়, আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি:—ছোট বেলায় আমাকে একবার পাগ্‌লা কুকুরে কামড়েছিল, তার দরুণ মধ্যে মধ্যে আমি ক্ষেপে উঠি—কুকুরের মত ভেউ ভেউ করে' ডক্‌তে থাকি—সে এক বেয়াড়া কাণ্ড!

রাম। তার জন্য কোন চিন্তা নাই—আমার তুলসি

দাস ও-রোগের কতকগুলি নির্ঘাত অষুধ জানে—এই যেমন,—"বজ্রমুষ্টি মহা-প্রলেপ" "শির-চূর্ণক বৃহৎ-লগুড়" "বংশলোচন লাঠৌষধি।" সে জন্য বাপু কোন চিন্তা নাই।

জগ। তাছাড়া, ছোট ব্যালা থেকে কতকগুন বদ্ নেশা আমার অভ্যেস হয়েগেছে।—এই, আফিম, চরোশ, সিদ্ধি, গাঁজা—

রাম। আফিম, চরোশ, সিদ্ধি, গাঁজা—সমস্ত আবকারি?

জগ। আজ্ঞে হাঁ, প্রায় তাই।

রাম। ভ্যালা মোর বাপ—এই তো চাই। আমার তো তাহলে শিবের মত জামাই হবে—এতো আমার বহু তপস্যার ফল। শিবের হাতে গৌরী দান করব—এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কি হতে পারে?

জগ। (স্বগত) আরে মোলো! এ যে ছিনে জোঁক্ দেখ্‌চি! আর তো পারা যায় না, এইবার স্পষ্ট কথাই বলি (প্রকাশ্যে) আমার বেয়াদবি মাপ করবেন—আমার এখন বিবাহ করতে ইচ্ছে নেই।

রাম। তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করচ না কি? আমি তোমাকে একবার কথা দিয়েছি, এখন আমি

প্রাণান্তেও সে কথার অন্যথা করব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

জগ। কি আশ্চর্য্য! আমি আপনিই যে সে বিষয়ে আপনাকে নিষ্কৃতি দিচ্চি—আমি তাতে কিছু মনে করব না।

রাম। সে কি কখন হয়?—আমি তোমাকে কথা দিয়েচি—সকলের আগে তোমাকেই আমি কন্যাদান করব।

জগ। (স্বগত) কি বিপদ!

রাম। দেখ বাপু, তোমার উপর আমার কেমন একটু মায়া জন্মে গেছে; এখন একজন রাজাও যদি এসে আমার কন্যাকে চায়, তবু তোমাকে ছেড়ে আমি তাকে দিই নে।

জগ। আমার উপর আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ সন্দেহ নেই—কিন্তু আমি আপনার কাছে স্পষ্টাক্ষরে বলচি, আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক নই।

রাম। কি! তুমি বিবাহ করবে না?

জগ। না, আমি করব না।

রাম। তার কারণ?

জগ। কারণ?—বিবাহ করাটা আমার উচিত বলে' মনে হচ্চে না—এই কারণ, আবার কি? আর আমার

বাপ-দাদারা যে পথে গেছেন আমিও সেই পথে যেতে চাই—তাঁরা জন্মেও কখন বিবাহ করতে চান্ নি।

রাম। দেখ বাপু, আমি তোমাকে বল্‌চি, শেষকালে তোমার পস্তাতে হবে ; অমন মেয়ে তুমি আর পাবে না। এমন শিষ্ট শান্ত, ধীর—মুখে একটা কথা নেই ; কথার অবাধ্য নয়—হিজেলদাগ্‌ড়া নয়— (নেপথ্যে।—না মা, ও রকম খোঁপা আমি ভালবাসিনে—আমার সেই রকম খোঁপা বেঁধে দেও—ও কিছু হল না—যাও!—দেখ দিকিন্ দাদা, মা আমার কথা শোনে না।)

রাম। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া, নেপথ্যের দিকে) আরে চুপ্, চুপ্! তোর বর এসেছে।

[নেপথ্যে।—ও বুঝি বর, ও তো সেই বুড় সটসটা]

রাম। —আরে চুপ্, চুপ্ চুপ্!—আঃ! পুঁটু যা চাচ্চে তাই দেও না গা—ভাল জ্বালা! (জগমোহনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া) তাই বল্‌ছিলুম, এমন শিষ্ট শান্ত মেয়ে আর পাবে না—

জগ। তা কি আর আমি জানিনে?—বিলক্ষণ জানি। তবে কিনা, এখন আমার বিবাহ করতে ইচ্ছা নেই মশায়।

রাম। শোনো বাপু, কারও মনকে কেউ কখন

আটকে রাখতে পারে না। যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে; তবে কিনা এ সংসারে ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস্ আছে। সে যাই হোক্, তোমাকে জোর করে আমি কিছু করাতে চাইনে; তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করবে বলে' কথা দিয়েছিলে, এখন আবার সে কথা ফিরিয়ে নিচ্চ—আচ্ছা ভাল, এর যা উচিত আমি তা করব। বাপু একটু বোসো, আমার কাছ থেকে শীঘ্রই এর জবাব পাবে। ও তুলসীদাস!—তুলসীদাস! শোনো একটা কথা বলি। (স্বগত) তুলসীদাসের যেমন খেয়েদেয়ে কর্ম্ম নেই—মেয়েটাকে আবার ঘোড়ায় চড়া শেখায়—এ শুন্‌লে কেউ কি আর বিয়ে করতে চাবে?—যদি বা একটা বুড়ো বর পাওয়া গিয়েছিল, সেও আবার বেঁকে দাঁড়াল!

(প্রস্থান)

জগ। লোকটা সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে আমি তা মনে করি নি—আমার মনে হচ্ছিল বুঝি অনেক বেগ পেতে হবে। আ! বাঁচলুম!—ভাগ্যিস ছাড়ান পেলুম —আর একটু হলেই আমার দফা রফা হত—শেষে খুবই পস্তাতে হত। এই যে রামকান্তের পুত্র আমার হবু শ্যালক মহাশয় এই দিকে আস্‌চেন। উনিই বোধ হয় শেষ জবাবটা দেবেন। দেখি, উনি আবার কি সুর ধরেন!

(তুলসীদাসের প্রবেশ)

তুলসী। (নম্রস্বরে) মহাশয় ভাল আছেন ?

জগ। আপনি ভাল আছেন ?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ—আমার বাবা বলছিলেন, আপনি তাঁকে যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা নাকি এখন আর, আপনি রাখতে চান না।

জগ। হাঁ মহাশয়, সে জন্য আমি ভারি দুঃখিত। কিন্তু—

তুলসী। তা হোক্—তাতে কোন ক্ষতি নেই।

জগ। আপনাকে আমি বলচি, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হয়েচি—আমার ইচ্ছে ছিল—

তুলসী। তাতে কিছু এসে যায় না। (দুইটা লাঠি আনিয়া জলমোহনের সম্মুখে স্থাপন) এখন অনুগ্রহ করে' এর মধ্যে যেটা হয়, বেচে নিন্। আপনি কোন্‌টি নেবেন ?

জগ। এই দুয়ের মধ্যে ?

তুলসী। আজ্ঞা হাঁ।

জগ। দুটো প্রকাণ্ড লাঠি ?—লাঠির প্রয়োজন ?

তুলসী। মশায়, যেহেতু আমার ভগিনীকে আপনি বিবাহ করবেন ব'লে কথা দিয়ে সে কথা রাখচেন না,

সেই জন্য আপনাকে যদি কিঞ্চিৎ শিক্ষা দি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না।

জগ। এ তোমার কি ধরণের কথা?—সম্বন্ধ পাকা না হতে হতেই এরই মধ্যে আমার সঙ্গে ঠাট্টা?—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?

তুলসী। অন্য লোক হলে ক্রুদ্ধ হয়ে মহা এক কাণ্ড বাধিয়ে দিত, কিন্তু আমাদের সে স্বভাবই নয়—আমরা এসব বিষয়ে খুব মিঠে ভাবে চলি। তাই আপনাকে আমি খুব বিনীতভাবে বল্‌চি, আসুন আমরা দুজনে পরস্পরের মাথা ফাটাফাটি করে' এর একটা মীমাংসা করে' ফেলি।

জগ। কি ভয়ানক কথা?—মাথা ফাটাফাটি?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ, এখন এই দুটো লাঠির মধ্যে যেটা হয় বেছে নিন্।

জগ। না মশায়, মাথা ফাটাফাটি আমার দ্বারা হবে না।

তুলসী। আজ্ঞে, সেটা করতেই হচ্চে।

জগ। মশায় আমাকে মাপ করবেন।

তুলসী। মহাশয়, শীঘ্র কাজটা শেষ করে' ফেলুন, আমার আবার অন্য কাজ আছে।

জগ। মশায় আমি আপনাদের স্পষ্টই বল্‌চি, আমি এ কাজে রাজি নই।

তুলসী। আমার সঙ্গে তবে আপনি মারামারি করবেন না?

জগ। না বাবা—আমার কর্ম্ম নয়।

তুলসী। সত্যি করবেন না?

জগ। না, মশায়, আমি ওতে নেই। (স্বগত) এ যে ভয়ানক লোক দেখচি!

তুলসী। তা, আপনার যা ইচ্ছে। জোর করে' আপনাকে আমি কিছু বল্‌তে পারিনে (একটা লাগাম দিয়া বন্ধন)

জগ। আরে কর কি, কর কি?—তোমার বোন্‌টি তো আমাকে সইশ ঠাওরেছিল, তুমি আবার আমাকে ঘোড়া ঠাওরেছ না কি?—রেখে দেও, ও সব ঠাট্টা ভাল লাগে না।

তুলসী! আজ্ঞে ঠাট্টা নয় আমার কাজই এই। আমি ঘোড়াও ব্রেক্ করি, বরং ব্রেক্ করি। (সজোরে বন্ধন)

জগ। আরে লাগে—লাগে, লাগে, অত জোরে না—অত জোরে না—এ সব বদ্ ঠাট্টা কেন দাদা?

তুলসী। কে আছিস্?—ব্রেক্ গাড়িটা বের কর্ তো রে!

জগ। (স্বগত) ও বাবা! এ করে কি?—সেই স্বপ্নটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায় যে! (প্রকাশ্যে) আবার ব্রেক্ গাড়ি কেন?

তুলসী। আজ্ঞে, পরে প্রয়োজন হতে পারে।

জগ। (স্বগত) এখন যে পালাতে পারলে হয়। সত্যই ব্রেক্ গাড়িতে জুড়ে দেবে না কি ?

তুলসী। আপনার এখন যথা অভিরুচি। দেখুন, আমরা কোন কাজ কাউকে জোর করে' করাতে চাই নে। তাই বল্‌চি, হয় আপনি আমার সঙ্গে লাঠি নিয়ে মারামারি করুন, নয়—

জগ। আমাকে দাদা মাপ্ করবে—দুয়ের মধ্যে আপাততঃ আমি কোনটাই করতে পারচি নে।

তুলসী। করতে পারবেন না ?

জগ। না।

তুলসী। তবে, আপনি যদি অনুমতি দেন—

(ঘা কতক মুষ্টি প্রহার)

জগ ও বাবা রে—গেলুম রে—খুন কল্লে রে !

তুলসী। আপনার সঙ্গে যে এইরূপ ব্যবহার কর্‌তে হচ্চে তার জন্য আমি বড় দুঃখিত, কিন্তু আমি মশায় ছাড়চি নে ; হয় আমার সঙ্গে মারামারি করুন—নয় আমার ভগ্নীকে বিবাহ করুন। আপনার যেটা ইচ্ছে—আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা কোন কাজ করতে চাই নে।

জগ। মশায়, আমার ঘাট হয়েছে—আমার ঝকমারি হয়েচে—

তুলসী। কি ?—এখনও ঐ কথা ? (একটা চাবুক হস্তে লইয়া)

নেপথ্যে। [দাদা ! আমি চাবুক মারব।—আমি চাবুক মারব।

আরে চুপ্ চুপ্ চুপ্ !!

জগ। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ ! চাবুক ?—আমার সেই স্বপ্নটা আগাগোড়া ফলে যে দেখ্‌চি !

তুলসী। আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না—এখনও যখন আপনি ইতস্ততঃ করচেন—এইবার বোধহয় সহজে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। (সশব্দে চাবুক আস্ফালন করিয়া মারিতে উদ্যত।)

জগ। আচ্ছা—হয়েচে—হয়েছে—থামো থামো—আমি—আমি—করব—করব—

তুলসী। কি ?—মারামারি ?

জগ। না না—বিবাহ—বিবাহ—সাতশো বার বিবাহ—

তুলসী। আসুন তবে, এখন সিধে পথে আসুন। আপনি হচ্চেন বড় লোক, আপনার সঙ্গে আমি কি এইরূপ

ব্যবহার করতে পারি ?—কেবল দায়ে পড়েই এইরূপ কাজ করতে হয়েছিল—আমাকে মাপ করবেন।

জগ। (স্বগত) দায়ে পড়ে শেষে আমাকেও দেখ্‌চি দারগ্রহ কর্‌তে হল—কি করা যায়, বিধির নির্ব্বন্ধ!

তুলসী। রসুন, বাবাকে এইখানে ডাকি, তিনি শুনে খুসি হবেন। বাবা! বাবা! শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন সব ঠিক-ঠাক্ হয়ে গেছে।

(রামাকান্তের প্রবেশ)

তুলসী। বাবা, এই দেখ, জগমোহন বাবু এখন সিধে পথে এসেছেন, উনি বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন, এখন আপনি এঁকে কন্যাদান করতে পারেন।

রাম। চল বাপু—এখন তবে দালানে চল।

জগ। চলুন, কোন্ দিকে আস্তাবলটা—ওঁ বিষ্ণু—দালানটা বলুন দিকি ?

রাম। এখান থেকে ঠিক্ সিধে।

তুলসী। হাঁ, এখন উনি সিধে পথেই চল্‌বেন।

রাম। ওরে কে আচিস্ ?—এইবার বাজন্দারদের বাজনা বাজাতে বল্—বাড়ি ভিতরে উলু দিতে বল্, বর আস্‌চে রে বর আস্‌চে! আলোগুল সব জ্বালিয়ে দে—লুচি ভাজ তে বল্—টোপর নিয়ে আয়রে; টোপর নিয়ে আয়।

এক দিক দিয়া টোপর প্রভৃতি লইয়া লোকদিগের প্রবেশ, আর দিক দিয়া সতীশের প্রবেশ।

জগ। ওই আমার নিধবর এসেছে! নিধবর এসেছে। ভায়া তুমি ঠিক সময়ে এসেছ! "রাজ-দ্বারে শ্মশানে চ আস্তাবলে চ য তুষ্টতি স বান্ধব"। মশায় ইনি আমার সব বিষয়ের আম-মোক্তার, ওঁকেই আমি একৃটিং দিয়ে যাচ্চি।

তুলসী। কে আছিস্? ব্রেক্ গাড়িটা বের কর তো রে!

জগ। আরে না, না, না, না,—আমি ঠাট্টা করছিলুম—আমি সত্যই কি একৃটিং দিয়ে যাচ্চি? ঠাট্টাও বোঝ না?—ছি! তুমি তো ভারি বেরসিক দেখছি হে!

সতীশ। বলি তুল্‌সি দাদা, এসব কি?—লাগাম—চাবুক?—হা হা হাঃ!

তুলসী। আর কি, যস্মিন্ দেশে যদাচার, আবার কি?

জগ। ভায়া তোমাকে দেখে তবু একটু ভরসা হল। তোমাকে আজ আর ছাড়চিনে। দেখ, সর্ব্বদাই তুমি আমার কাছে কাছে থেকো।

সতীশ। ওগো বরকে এই বেলা কিছু খাইয়ে দেও—দেখ্‌ছ না, মুখটি শুকিয়ে একেবারে আমশি হয়ে হয়ে গেছে।

তুলসী। খাবার সব ঠিক্ আছে—কাজটা আগে হয়ে যাক্।

জগ। না দাদা ঢের হয়েছে; আর খেয়ে কাজ নেই! সকাল থেকেই আজ খেতে সুরু করেছি—এই প্রথম দফা আছাড় খেয়েছি—তার পর গাল খেয়েছি—তার পর ঝাঁটা খেয়েছি—তার পর লাথি খেয়েছি—তার পর চাবুক খেয়েছি—তার পর কিল খেয়েছি—এখন বাকি আছে কেবল খাবি খাওয়া—তারও আর বড় দেরি নেই।

সতীশ। তবে দেখ্‌ছি সব রকম হয়ে গেছে!

জগ হাঁ, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,—সমস্তই!

রাম। বাপু, এইবার তবে দালানে চল, আর বিলম্ব নেই।

জগ। চলুন—আপনি এগোন্ (সতীশকে) ভায়া কাছে কাছে থেকো, তোমাকে আজ ছাড়্‌চি নে—

সতীশ। যাক্, এত দিনের পর দারগ্রহ করলে, ভালই হল!

জগ। (ইসারায় তুলসীদাসকে নির্দ্দেশ করিয়া) হাঁ। প্যায়দায় করালে—দায়ে পড়ে' দারগ্রহ!—বুঝলে? এখন চল—আস্তাবলে চল। (সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।